R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG-112 Regd. No.—WB/MSD—4

সুখ ★ স্বাচ্ছন্দ্য ★ নিরাপত্তা
ত্রয়ীর সম্মেলন
নিবেদিতা লজ
।। স্থান ।।
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
আধুনিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ এই লজে নিরাপদে, স্বল্প ব্যয়ে থাকার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফোন নং-১১২

৮০শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে পৌষ বুধবার, ১৪০০ সাল ১২ই জানুয়ারী, ১৯৯৪ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫ টাকা

সরবরাহ না থাকায় সারের অভাবে মহকুমায় রবিচাষ মার খাচ্ছে

কৃষি সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমায় রাসায়নিক সার বিশেষ করে ইউরিয়া পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামের ও শহরের সার ব্যবসায়ীরা জানান, জেলার হোলসেল ডিস্ট্রিবিউটররা তাঁদের সার সরবরাহ করতে না পারায় এই অবস্থা হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, বড় বড় ব্যবসায়ীরা যেটুকু সার পাচ্ছেন সেটুকু চোরাপথে অধিক দামে বিক্রি করে দিচ্ছেন। বহরমপুরে এখন পি পি এল সার বিক্রি হচ্ছে ১৩৫ টাকার জায়গায় ১৪০/১৪৫ টাকা। সেই দরে কিনে এনে মাঝারী ব্যবসায়ীরা বিক্রি করছেন ১৫৫/১৬০ টাকা দরে। সেই অনুযায়ী বেশী দর চাচ্ছেন খুচরা গ্রাম্য ব্যবসায়ীরা। ভর্তুকি দরে সার পাওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় এক অভিজ্ঞ সার ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ঘটনা সত্যি। এর কারণ হচ্ছে হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজারের দুর্গাপুর ফ্যাক্টরী বন্ধ। অন্যান্য যে সব কোম্পানীর মাল বাজারে আসছে তাও পর্যাপ্ত না হওয়ায় সহজেই (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চোরাচালানকারবারীদের রমরমায় সীমান্ত গ্রামগুলিতে নিরাপত্তার অভাব

জঙ্গিপুর ঃ সম্প্রতি বেশ কয়েক মাস ধরে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সীমান্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে চোরাচালানকারীদের প্রকাশ্য আনাগোনায়। এরা যখন তখন সীমান্ত পার হয়ে পুর শহরে আসছেন, গোপন আস্তানা থেকে স্থানীয় দুষ্কৃতকারীদের সাহায্যে পেঁয়াজ, আপেল, চাল, ডাল, কেরোসিন, চিনি বাংলাদেশে পাচার করে চলেছে। প্রতিদিন বস্তা বস্তা চাল, ডাল, চিনি ও পলিথিন জারে কেরোসিন বাংলাদেশে যাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন ও বি এস এফের নাকের ডগা দিয়ে। উল্লেখ্য খেজুরতলা ঘাটটি বর্তমানে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এসে দাঁড়িয়েছে সেকেন্দ্রা গ্রামের মাথায়। সেকেন্দ্রা গ্রাম তাই চোরাচালানকারী ও তাদের সাহায্যকারীদের যাতায়াতে সরগরম। এইসব মানুষ রাতের অন্ধকারে (৩য় পৃষ্ঠায়)

বিজেপির জনসভায় ধুলিয়ান পুরসভার খাদ্য পরিদর্শকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

ধুলিয়ান ঃ গত ২৯ ডিসেম্বর স্থানীয় সি জে প্যাটেল মোড়ে বিজেপির জনসভায় রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পরশ দত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতি, ডাঙ্কেল প্রস্তাব সংক্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে জনসাধারণকে একযোগে আন্দোলনে সামিল হবার ডাক দেন। স্থানীয় বিজেপি নেতা ষষ্ঠীচরণ ঘোষ ধুলিয়ানে চোরাচালানকারীদের রমরমার বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন হয়ে রুখে দাঁড়াতে বলেন। তিনি স্থানীয় পুরসভার খাদ্য পরিদর্শক মফিজুদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, তিনি সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ চালাচ্ছেন শুধু নয়, তাঁর দপ্তরের কাজকর্মেও নিয়ম বহির্ভূতভাবে চলছেন। রেশন কার্ড করাতে যে বার্থ সার্টিফিকেট লাগে তাও তৈরী করছেন স্বার্থসংশ্লিষ্টভাবে। বার্থ রেজিষ্টারে জায়গা ফাঁকা রেখে সেই ফাঁকে শিশুর জন্ম তারিখে অবৈধভাবে ২-৩ বছরের শিশুকে কয়েক মাস বয়স দেখিয়ে পূরণ করছেন এবং রেশন কার্ড করিয়ে দিচ্ছেন। উল্লেখ্য ১৯৭৬ সালে সাম্প্রদায়িকতার দায়ে তাঁর হাত থেকে ফুড পাওয়ার কেড়ে নেওয়া হয়। একবার এই পরিদর্শকের বিরুদ্ধে ১৫৩ এ ও ১৫৩ বি ধারা এনে তাঁকে পুলিশ (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্যামচাঁদ বিগ্রহের গয়না চুরিতে একজন ধরা পড়ল

রঘুনাথগঞ্জ ঃ কয়েকদিন আগে স্থানীর থানার সিদ্ধিকালী গ্রামের সদানন্দ ব্যানার্জীর বাড়ীতে শ্যামচাঁদ বিগ্রহ এনে পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা হয়। গত ৯ জানুয়ারী রাতে সেই বাড়ী থেকে কে বা কারা বিগ্রহের গা থেকে রুপো ও সোনার প্রায় দশ ভরি গয়না চুরি করে বলে জানা যায়। দুষ্কৃতিরা সদানন্দ-বাবুর বাড়ী থেকে একটি সাইকেল, একটি পিতলের ঘড়া, একটি পিতলের গামলাও অপহরণ করে। খবর, পুজো শেষে রাতে বিগ্রহের ঘরেই পুরোহিত ও বাড়ীর আর দু'জন ঘুমোচ্ছিলেন। পুলিশ (শেষ পৃঃ)

রেশনে গাঁচ সপ্তাহ চিনি অমিল

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র বিগত ৫ সপ্তাহ থেকে রেশনে চিনি দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে, ফলে খোলাবাজারে চাপ সৃষ্টি হওয়ায় চিনির মূল্য ১২ থেকে এ ক'দিনেই দাঁড়িয়েছে ১৪ টাকা কেজি। কারণ সম্বন্ধে স্থানীয় খাদ্য সরবরাহ বিভাগ থেকে জানা যায়, বহরমপুরে কুলিদের অসহযোগিতার ফলে ফুড কর্পোরেশন গুদাম থেকে চিনির বস্তা বার করা ও ট্রাকে ভর্তি করা সম্ভব না হওয়ায় সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। লেবারদের দাবী, তাঁদের মাল বহনের দর বাড়াতে হবে। পুরানো দর কন্ট্রাক্টের সময়সীমা শেষ হয়েছে, নতুনভাবে দর নির্দিষ্ট না হলে তাঁরা বস্তা বহন করবেন না। যে অস্বাভাবিক দর তাঁরা চাইছেন তা কন্ট্রাক্টাররা দিতে রাজী হচ্ছেন না। অপরদিকে লেবারদের দাবী তাঁদের স্থায়ীভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। সে দাবীও কন্ট্রাক্টররা মানতে পারছেন না। (শেষ পৃঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে পৌষ বুধবার, ১৪০০ সাল

ভোটারের ছবি

ইদানীং কালে একটি বিষয় সম্বন্ধে সর্বত্র একটা সরগরম ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। বিষয়টি হইল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষণের জারী করা একটি আদেশ। আদেশটি হইতেছে যে, সমস্ত ভোটারের ছবিসহ পরিচয় পত্র থাকা আবশ্যক। তাহা না হইলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে বা এলাকায় লোকসভা, রাজ্যসভা ও বিধান সভার নির্বাচন হইতে দেওয়া হইবে না। ইহার ফলে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে।

যে লক্ষ্য লইয়া কেন্দ্রীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এই প্রকার পদক্ষেপ লইয়াছেন, তাহা হইতেছে যে, নির্বাচন যেন সুষ্ঠু ও অবাধ হয়। বুঝিতে অসুবিধা নাই যে, তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হইতেছে না। নানা স্থানে নির্বাচন সংক্রান্ত বিশেষতঃ ভোট প্রদান সংক্রান্ত বেশ কিছু ব্যবস্থা জনস্বার্থ-বিরোধী ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী। সুতরাং নির্বাচনী সংস্কারসাধন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের একটি পবিত্র দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব তিনি পালন করিতে চাহিয়া উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন।

ইহা অনস্বীকার্য যে, নির্বাচনে জয়লাভ করিবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি অনেক ক্ষেত্রে জনগণের রায়ের প্রকৃত প্রতিফলন দেখিতে না চাহিয়া স্বেচ্ছামত উপযুক্ত স্থান-গুলিতে নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া নির্বাচনী জয়কে জনগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত রায় বলিয়া সোচ্চার হন। ক্ষমতা দখলের এই যে লড়াই, ইহা নৈতিকতা ছাড়াইয়া যায়। আর ইহারই জন্য অভিযোগ উঠে যে, প্রকৃত ভোটদাতা ভোট দিতে আসিয়া জানিতে পারেন যে, তিনি ভোট দিয়াছেন। আবার গায়ের জোরে বিভিন্ন বুথে নির্বিচারে ছাপ্পা ভোট মারিয়া কার্য সিদ্ধ করা হয়। নির্বাচন কর্মীদের নীরব করিয়া দেওয়া হয়। এই সব অপকর্ম যাহাতে না হয়, তাহা দেখাশুনা করিবার কর্মচারীরা ক্ষেত্রবিশেষে সাক্ষীগোপাল সাজিয়া মদতদানে তৎপর থাকেন। বহু ভৌতিক ভোটার হাজির হইয়া 'রামা-শ্যামা' সাজিয়া ভোট দিয়া চলিয়া যান। তাঁহাদের মদতে পুষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি লাভবান হন। ফলতঃ ইহা গণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকৃত প্রতিফলন নহে যদিচ তাহার বিপরীত প্রচারিত হইয়া থাকে।

ভৌতিক ভোটার প্রশ্নটি আসে কি ভাবে? এই রাজ্যের কথাই ধরা যাইতেছে। রাজ্যের সীমান্ত জেলাগুলিতে ভিনদেশী মানুষের অনু-প্রবেশ ঘটে। তাহাদের এ দেশীয় নাগরিক বলিয়া রেশনকার্ডের ব্যবস্থা থাকে। ভোট হয়। অভিপ্রেত ভোট দিয়া যে যাহার স্থানে অধিষ্ঠিত হয়। ভোটপর্ব চুকিয়া গেলে ইহারা বায়ুভূত হয়। আবার আমদানীকৃত মানুষ অমুক সাজিয়া ভোট দেয়। ইহাদের সংখ্যা কম হয় না। ইহারই প্রতিবিধানার্থে ছবিসহ পরিচয় পত্র থাকার নয়া ব্যবস্থা।

সন্দেহ নাই যে, প্রতি ভোটারের তিন কপি ছবির জন্য যথেষ্ট ব্যয় হইবে এবং পরিচয় পত্রাদির জন্য সময়ও লাগিবে। ভোটারদের ছবিসহ পরিচয় পত্র থাকার ব্যবস্থাকে কোন রাজনৈতিক দলই অস্বীকার করিতেছেন না। খরচপত্রের কথা তুলিয়া বিষয়টিকে বাস্তবায়িত না করিবার প্রয়াস কিন্তু ইতিমধ্যেই জানা যাইতেছে।

দেশের সর্বত্র এখনই হউক বা না হউক, ভোটার আমদানী করিবার ব্যবস্থা যেখানে যেখানে আছে, সেখানেই ছবিসহ ভোটারদের পরিচয় পত্র থাকা দরকার। এবং তাহা এখনই। নতুবা নির্বাচনী সংস্কার যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে। আর নির্বাচনান্তে বিজয়ী দলের পক্ষ হইতে জনগণের প্রতি হার্দিক অভিনন্দন বর্ষিত হইবে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কি ভাবে নির্বাচনী সংস্কারসাধন করেন, তাহাই দেখার।

ভোটদাতার পরিচয় পত্র

অনুপ ঘোষাল

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শেষণ সাহেবের বড় দোষ—একবার যে কাজটা করব বলে মনে করেন, সেটা আর কিছুতেই ছাড়তে চান না। লেগেই থাকেন, লেগেই থাকেন। এখন তিনি লেগেছেন সমস্ত ভোটারদের পরিচয় পত্র দেবার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার বা/এবং রাজ্য সরকারগুলিকে বাধ্য করার জন্য। অন্য রাজ্য থেকে ততটা প্রতিবাদ ওঠেনি, যতটা উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। শেষণ সাহেবও রাজ্য সরকারকে ultimatum দিয়েছেন জানুয়ারীর ৩১ তারিখের মধ্যেই এই কাজ শেষ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারই এই পরিচয় পত্রের জন্য খরচের সিংহভাগ বহন করবেন, রাজ্য সরকারের ঘাড়ে চাপবে এর সামান্য একটি অংশ। তাতেও রাজ্যের সায় নেই। পশ্চিম-বঙ্গের পক্ষ থেকে কোর্টে যাবার হুমকি দেয়া হয়েছে।

ব্যাপারটা নিয়ে এত মতদ্বৈধ কেন? শুধু কি রাজ্য সরকারের অর্থাভাব, নাকি অন্য কিছু! ভারতবর্ষে ভোটে জেতার বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে সংগঠন, প্রচারাদি ব্যাপার-গুলো ছাড়াও আর একটি 'প্রায় স্বীকৃত' পথ রিগিং। সারা দেশেই অল্পবিস্তর রিগিং চলছে। ভোট ব্যবস্থাকে নাকি 'দুর্নীতিপ্রুফ' করা সম্ভব নয়, এ-সব আধাশিক্ষিত দেশে এ-গুলো নাকি চলবেই, তা চলুক! কিন্তু বাঙালির মাথা তো সব ব্যাপারেই একটু খোলে বেশী, তাই এখানে রিগিংটা 'সায়েন্টিফিক রিগিং' এর পর্যায়ে চলে যায়। রিগিং-এর কাজ ভোটের দিন কিন্তু 'সায়েন্টিফিক রিগিং' এর কাজ আগে থেকেই। প্রথমে ভোটার লিষ্টে বিরোধী সমর্থকদের নাম যতদূর সম্ভব কাটানো এবং ভুয়া নাম ঢোকানো আর তারপরে সব ঠিকঠাক সাজিয়ে নিয়ে ভোটের দিনে ভুয়া ভোট দেয়া। ভুয়া ভোট দেয়াটা ব্যাপক পর্যায়ে চলে গেলে বলে 'ছাপ্পা' মারা। কোন সন্দেহ নেই এই 'ছাপ্পা'-র আগে পর্যন্ত ব্যাপারটা বেশ 'সায়েন্টিফিক্'ই থাকে, কারণ তখন পর্যন্ত বিস্তর হল্লা হয় না। এখন ভোটারের এই পরিচয় পত্র চালু হয়ে গেলে সে-রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে বলে রাজনীতিকরা আশংকিত। তাঁরা হয়ত প্রশ্ন তুলবেন, পরিচয় পত্র থাকলেই কি সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে! আমরা দেখেছি, ক্ষমতাসীন দল কখনই মিনমিনে ভোট পছন্দ করে না। ৭২ সালের নির্বাচনে কি হয়েছিল আমাদের মনে আছে; জ্যোতিবাবুর মত জাঁদরেল প্রার্থীকেও বরানগরের মত বামপন্থী ঘাঁটিতে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখনও শহরাঞ্চল বা শিল্পাঞ্চলে (এমন কি কিছু গ্রামাঞ্চলেও) কেমন ভোট হয় তাও জানি। ভোটার লিষ্ট-ফিষ্ট মারো গোলি, বোমা ফাটিয়ে পিস্তল চমকে অসুবিধেজনক জায়গাগুলিতে বাজার গরম করে দেয়া হয়। কলকাতা কর্পরেশনের নির্বাচনে প্রকাশ্য রাস্তায় পিস্তল হাতে কর্মীরা (?) পুলিশের সামনেই ছোটাছুটি করছেন, সে-ছবি কি খবরের কাগজে আমরা দেখি নি? সে-রাস্তা তো খোলাই থাকল। খোলা থাকল বুথ জ্যামের পথও। এদিকে বুথ জ্যাম ওদিকে 'পেটো' পড়ছে—ভোটাররা পরিচয় পত্র এবং পৈতৃক প্রাণটা হাতে 'ত্রাহি ত্রাহি' বলে ছুটে পালাবার পথ পাবে না। পরিচয় পত্রটা সিন্দুকে ঢুকিয়ে রাখলে বরং ভোট ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে কাজে লাগতে পারবে। থাক না একটা পরিচয় পত্র! রেশন কার্ডে ছবি থাকে না। গাঁ-ঘরের গরিবগুর্বোদের অনেকের বাড়িতে আয়নাও নেই। নিজেকে কেমন দেখতে বাপের জন্মে জানতে পারে না। ভোটের পরিচয় পত্রের ফোটোয় তারা অন্ততঃ নিজেদের চেহারাটা দেখতে পাক, ক্ষতি কি!

গাইগগান ও গুলি, ধারালো অস্ত্রসহ চারজন গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি ঃ গত ৫ জানুয়ারী চারজন দুষ্কৃতীকে সাগরদীঘি রেল ষ্টেশনে জনতা আটক করে। তাদের কাছ থেকে একটি পাইগান, তিনটি গুলি ও কয়েকটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। খবর রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের কাশিয়াডাঙ্গার কুখ্যাত সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে চারজন দুর্বৃত্ত মোড়গ্রাম থেকে ট্রেনে সাগরদীঘি ষ্টেশনে নেমে প্লাটফরমে সন্দেহ-জনকভাবে ঘোড়াফেরার সময় জনতার হাতে ধরা পড়ে। ধৃত চারজন পুলিশের কাছে স্বীকার করে তারা এই এলাকায় গরু ছিনতাই এর জন্য এসেছিল।

অভিনব চুরি ও প্রতারণার দায়ে দুষ্কৃতি ধৃত

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৮ জানুয়ারী জঙ্গিপুরের জনৈক নারায়ণ পালকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। খবর নারায়ণ পাল এ্যাডভোকেটদের ব্রিফ চুরি করে সেই ব্রিফ দেখিয়ে মক্কেলদের কাছ থেকে উকিলবাবুর নাম করে টাকা নিত। গত ৮ জানুয়ারী এ্যাডভোকেট মুক্তা ঘোষালের চুরি যাওয়া ব্রিফ নিয়ে সে জনৈক মক্কেলের কাছে টাকা নিতে গেলে শ্রীঘোষালের মুহুরীর হাতে ধরা পড়ে। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা যায় তার বিরুদ্ধে অনেক কুকর্মের অভিযোগ আছে।

বিদ্যুৎ কর্মীদের কলকাতা কনভেনশনের প্রস্তুতিপর্বে কর্মীসভা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ পঃ বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের শ্রমিক শোষণ, কর্মী সংকোচন, দপ্তরকে বেসরকারীকরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ কর্মীদের এক মহাসম্মেলন হতে চলেছে কলকাতার মুসলিম ইন্‌স্টিটিউট হলে আগামী ১৪ জানুয়ারী। তারই প্রস্তুতিপর্বে বহরমপুরে ৫ জানুয়ারী এক কর্মীসভা হয়। সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সন্তোষ মণ্ডল, প্রলয় সান্যাল, সুধেন্দু দত্ত ও সমর সিন্‌হা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বক্তারা সকলেই পর্ষদের শ্রমিক বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। পঃ বঙ্গে বামফ্রন্ট শাসনে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও কোলাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মী সংকোচনের চেষ্টার নিন্দা করেন বক্তারা। ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পাওয়ারমেন্স ইউনিয়ন ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন নিয়ে একটি যুক্ত সংগ্রাম কমিটি এই সভায় গড়ে তোলা হয়।

পদ্মায় যুবকের মৃত্যু

জঙ্গিপুর ঃ গত ১ জানুয়ারী সেকেন্দ্রা গ্রামের কুলেশ ঘোষের বাইশ বছরের পুত্র মঙ্গল ঘোষ পদ্মার চরাতে গরু চড়াতে গিয়ে বাড়ী ফেরার সময় পদ্মায় ডুবে যায়। তল্লাশী চালিয়েও তার মৃতদেহের খোঁজ মেলেনি। পরে গত ৫ জানুয়ারী মঙ্গলের দেহটি জলে ভেসে উঠে।

দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রাসের চক্রান্ত চলছে

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে হরিরামপুরে রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাড়ীর দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে কিছু জমি আছে বলে জানা যায়। উক্ত জমির ফসলের অংশ দেবপুজো য় দিয়ে হরিরামপুরের জনৈক ঘোষ ভোগদখল করে আসছেন। শোনা যাচ্ছে ঐ দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রাসের চক্রান্ত চলছে। ভূমি সংস্কার বিভাগ ঐ সম্পত্তি থেকে পুজোর ভোগরাগাদি চল্‌বে বলে নির্দেশ দিলেও তা গ্রাস করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন চক্রান্তকারীরা বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন।

নাট্যকারদের প্রশিক্ষণ শিবির

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ সম্প্রতি সাগরদ্বীপে নাট্য-রচনাকারদের এক সম্বর্ধনা সভা ৭ দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নাট্যকার মনোজ মিত্র, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য এবং বাংলাদেশের মামনুর রশিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে পঃ বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে নাট্যরচনাকারগণ আসেন। মুর্শিদাবাদ ও মালদা থেকে দুলাল চক্রবর্তী, অশোক সেনগুপ্ত ও পরিমল ত্রিবেদী এই শিবিরে অংশ নেন।

গণপ্রহারে এক ছিনতাইকারীর মৃত্যু

সাগরদীঘি ঃ সম্প্রতি এই থানার গোঁসাই গ্রামের রাস্তায় একদল গরুর পাইকার হাট থেকে ফেরার সময় ছিনতাইকারীদের হাতে পড়ে। চারজন ছিনতাইকারী পাইকারদের টাকা পয়সা জামা কাপড় ছিনিয়ে নেয়। তাঁদের চিৎকারে আশপাশের গ্রামের লোকজন ছুটে এসে একজনকে ধরে ফেলে। বাকীরা পালায়। গণপ্রহারে ধৃত ছিনতাইকারীর মৃত্যু হয় বলে খবর। মৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায়নি।

নিরাপত্তার অভাব (১ম পৃষ্ঠার পর)

সেকেন্দ্রার বিভিন্ন গৃহস্থ বাড়ীর বাইরের রকে কিংবা স্কুল লাইব্রেরীর ফাঁকা বারান্দায় রাত কাটায় ও হৈ হট্টগোট করে। তাদের গোল-মালে গ্রামবাসীদের ঘুম চলে গেছে এবং তাঁরা এদের ভয়ে তটস্থ হয়ে রাত্রি যাপন করছেন। গ্রামে নিরাপত্তা বলে কিছুই নেই। পুলিশ প্রশাসন বিস্ময়করভাবে চুপচাপ। প্রশাসন আছে বলে মনে হয় না।

রবি চাষ মার খাচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজনের চাপে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে জানা যায় জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক ডিষ্ট্রীবিউটরদের কাছ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ সার রিকুইজিশন করে ব্লক পিছু এ্যালোট করলেও ব্লকের কোন খুচরো সার ব্যবসায়ী তা পাননি। ফলে বর্তমানে সারের অভাবে রবি চাষ মার খাচ্ছে।

লায়ন্স ক্লাবের জনহিতকর কর্মযজ্ঞ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ লায়ন্স ক্লাব অব জঙ্গিপুরের উদ্যোগে গত ৮ ও ৯ জানুয়ারী স্থানীয় এস ডি ও কোর্ট প্রাঙ্গণে ৩য় বর্ষ পুষ্প ও কৃষিজাত দ্রব্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুর্শিদাবাদের এ্যাডিঃ ডি এম এস সুরেশ কুমার, বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার অনিলকুমার এবং অন্যান্য অতিথির মধ্যে ছিলেন জেলা সহকারী পুলিশ সুপার পি আগরওয়ালা ও মহকুমা শাসক এস পি ঘোষ। গত ৬ জানুয়ারী মহকুমা প্রাথমিক স্কুল স্পোর্টস এর হিটের দিনে লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের টিফিন দেওয়া হয়। গত ৯ জানুয়ারী উমরপুর চৌমাথার মোড়ে একটি ট্রাফিক পোষ্ট লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে তৈরী করা হয়। এটি উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার অনিল কুমার।

স্কুল নির্বাচনে সি পি এমের হার

সাগরদীঘি : গত ২ জানুয়ারী মনিগ্রাম জুঃ হাই স্কুলের কমিটি নির্বাচনে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনে সি পি এমের হার হল। দু'জন প্রতিনিধিই নির্বাচিত হলেন কংগ্রেস সমর্থিত ব্যক্তি। একজন শান্তিকুমার ভট্টাচার্য্য ১০৫ ভোট পেয়ে, অপরজন হাবিবুর রহমান ৯৯ ভোট পেয়ে। সি পি এমের দুই সমর্থক সুজন চক্রবর্তী ও ঈশ্বর হেমব্রম যথাক্রমে ৯৩ ও ৮৫ ভোট পান। নির্বাচন পরিচালিত হয় টিচার ইন-চার্জ চিত্ত মুখার্জীর তত্বাবধানে। শিক্ষক ও অশিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন বিমলেন্দুশেখর নাথ ও গৌরীশঙ্কর দাস। এঁরাও সি পি এম বিরোধী বলে জানা যায়।

এস এস বির জাতীয় সংহতি শিবির

আহিরণ ঃ গত ২৪ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারী ১৫ দিনের এক জাতীয় সংহতি শিবির অনুষ্ঠিত হয় এই গ্রামে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ সেবা সংস্থা এস এস বির পরিচালনায়। প্রায় ২০০ গ্রামবাসী নিয়মিত এই শিবিরে যোগদান করেন। শিবিরের পরিচালনায় ৪ জানুয়ারী স্বেচ্ছা শ্রমদানের মধ্য দিয়ে গ্রামের বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার করা হয়। ৫ জানুয়ারী বাঙ্গা-বাড়ি, আলমপুর, জেহেলিনগর, রসুনপুরে জনচিকিৎসা ও পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় এবং বিনামূল্যে ওষুধপত্র বিলি করা হয়। এ ছাড়াও শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয় বাঙ্গাবাড়িতে। এই সব কর্মসূচি আহিরণ আশপাশের গ্রামে প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার করে।

গুরুতর অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রেপ্তার করে। তিনি আরও বলেন জামায়েতি ইসলামের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। তিনি শ্রীআহমেদের উপর প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর কার্য্যকলাপের তদন্তের দাবী জানান।

আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে হত্যার গুজবে শহর চঞ্চল

জঙ্গিপুর ঃ গত ৬ জানুয়ারী রাতে স্থানীয় বাবুবাজারের চিতু সাহা নিজের পেটে চাকু চালিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে খবর। জানা যায় তাঁর একমাত্র ছেলে বুড়োর সঙ্গে তাঁর নাকি বনিবনা না হওয়ায় তিনি আত্মহত্যা করেন। ছেলের কাছে খবর পেয়ে আত্মীয়-স্বজন পরদিন ৭ জানুয়ারী এসে চিতু সাহাকে তাঁর ঘরে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পুলিশী গোলমাল এড়াতে মৃতদেহ চুপেচাপে সৎকার করা হয় বলে জানা যায়। শহরে গুজব তাঁকে হত্যা করে ঘটনাকে আত্মহত্যার রূপ দেওয়া হয়েছে। সন্ধানে জানা যায় পুলিশ এ ব্যাপারে কোন কিছুই জানে না।

লুথেরান ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের খেরর গ্রামের অধিবাসীরা বি ডি ও এবং প্রধানের কাছে লুথেরান ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের কিছু কর্মচারীর বিরুদ্ধে গ্রামে দলাদলি ও অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগ জানান। বি ডি ও এবং প্রধান জানান এল ডাব্লু এসকে তাঁরা ঐ সব গ্রামে কোন উন্নয়নমূলক কাজের অনুমতি দেননি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ কর্মচারীরা একে ওকে কিছু জিনিসপত্র দান করে পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি বাধাতে চাইছেন। অপরদিকে বারালা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন কুমোর্থী গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ এই কর্মচারীরাই গ্রামের ১০ জনের কাছ থেকে পায়খানা করে দেবার নামে এক হাজার টাকা করে নেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখানে কোন পায়খানা তৈরী হয়নি। গ্রামবাসীরা হয় পায়খানা না হয় টাকা ফেরৎ চাইছেন।

নতুন ডিজাইনের কার্ডের জন্য
একমাত্র কার্ডের দোকান
কার্ডস্ কেয়ার
র ঘু না থ গ ঞ্জ

সম্পত্তি বিক্রয়

ধুলিয়ান বাজারের মধ্যস্থলে সম্পত্তি বিক্রয় হবে।
যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
প্রবীর সরকার
৫, বনমালী মণ্ডল রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬, ফোন-৪২-৮৬৪৮

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ২২৯

সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী— কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভর-যোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ

ফরাক্কা ঃ ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের কর্মরত সিনিয়র ইঞ্জিনীয়ার প্রণবকুমার পড়ুয়াকে রাজ্যপাল রঘুনাথ রেড্ডি পি এইচ ডি উপাধিতে সম্মানিত করেন। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ভাগীরথী ও হুগলী নদী ছাড়াও বিভিন্ন নদীনালার ভাঙ্গন রোধের কারণ অনুসন্ধান ও তার প্রতিরোধের উপর গবেষণা করছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য গত ১৯৮৩ সালে ফরাক্কা ব্যারেজ স্কুলের শিক্ষক অধিরকুমার দত্ত পি এইচ ডি পান। তার গবেষণার বিষয় ছিল মসলা উৎপাদন যুক্ত উদ্ভিদের কৃত্রিম ব্রিডিং এর মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভাবন।

গয়না চুরিতে একজন ধরা পড়ল (১ম পৃষ্ঠার পর)

সন্দেহক্রমে ঐ গ্রামেরই রামকৃষ্ণ মুখার্জীকে স্থানীয় হাসপাতালের পাশে তাঁর বিদ্যুৎ সরঞ্জামের দোকান থেকে গ্রেপ্তার করে। উল্লেখ্য কিছুদিন পূর্বে কাশিমবাজারের একটি অষ্টধাতুর মূর্তি চুরি করে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিক্রি করার অপরাধে রামকৃষ্ণকে পুলিশ খুঁজছিল।

পাঁচ সপ্তাহ চিনি অমিল (১ম পৃষ্ঠার পর)

এই সংকট কাটাতে স্বয়ং এ ডি এম (জে) সুরেশ কুমার বাইরে থেকে কুলি এনে কাজ করাতে গেলে বাধার সম্মুখীন হন এবং তাঁর পরিকল্পনা বাতিল করতে হয় সিটু ইউনিয়নের প্রবল বাধার মুখে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে হোলসেলারদের নদীয়ার ভাতজংলা এফ সি আই গুদাম থেকে চিনি নিয়ে আনতে আদেশ দেওয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দূরত্বের জন্য যে বহন খরচা বাড়বে তার দাবী জানান হোলসেলাররা! সে সম্বন্ধে কোন ফয়সালা না হওয়ায় তাঁরা ভাতজংলা গুদাম থেকে চিনি তুলছেন না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য এখানকার সরবরাহ বিভাগ জেলা কন্ট্রোলারকে অনুরোধ করেন মালদার সঙ্গে জঙ্গিপুরকে যুক্ত করে সেখান থেকে চিনি আনার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তা এখন পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি।

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

M. S. D. College of Alternative Medicine
Raghunathganj

I. C. A. M. (Calcutta) অনুমোদিত এবং
Registered by Govt. of West Bengal (W.H.O.)

নিম্নলিখিত কোর্সের জন্য ভর্তি চলিতেছে ঃ
R. M. P., D. M. L. T. এবং HOME NURSING
ভর্তির জন্য যোগ্যতা ঃ
R. M. P. & D. M. L. T.—মাধ্যমিক/হায়ার সেকেন্ডারী
HOME NURSING—ক্লাস এইট (VIII) পাশ
(কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য)

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হয়।

● *যোগাযোগের স্থান* ●

মেডিকেয়ার হোমিও ক্লিনিক
দরবেশপাড়া (মসজিদের সামনে)
রঘুনাথগঞ্জ ★ *মুর্শিদাবাদ*
সময় ঃ বেলা ১০-৩০ হতে বিকাল ৪টা (মঙ্গলবার বন্ধ)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।